তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৬

উজবেকিস্তানের শ্রমমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের

রাষ্ট্রদূত জাহাঙ্গীর আলমের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

উজবেকিস্তান, ২ ডিসেম্বর :

 আজ উজবেকিস্তানের কর্মসংস্থান ও শ্রম সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী নোজিম খুসানভ বখতিয়োরোভিচ এর সাথে উজবেকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জাহাঙ্গীর আলমের সেদেশের শ্রম মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

 উজবেকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জাহাঙ্গীর আলমকে কর্মসংস্থান খাতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান। সভায় দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, দক্ষ শ্রমিকদের একে অপরের দেশে কাজ করার সুযোগ প্রদানের জন্য সমঝোতা স¦াক্ষর, বিভিন্ন প্রকল্প ও শিল্পকলকারখানায় দক্ষ কর্মী বিনিময়, অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি এবং দু’দেশের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়।

 এ সময় উজবেকিস্তানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ এবং উজবেকিস্তানের শ্রম মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

#

 নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ/নাইচ/খালিদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৫

**ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল**

**জামা’আত বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, সকল মত ও পথের ওলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রেখেই আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে চাই। ওলামায়ে কেরামের যে কোন ধরনের গঠনমূলক পরামর্শ আমার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আত বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এদেশের সমাজের ঐতিহ্য। সকলকে নিয়ে ভালো থাকার মধ্যে দেশ ও সমাজের কল্যাণ রয়েছে। তাই সকল ভালো কাজে আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

 আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আত বাংলাদেশ এর মহাসচিব আল্লামা সৈয়দ মসিহুদ্দৌলার নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যগণ হলেন-আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আত বাংলাদেশ-এর স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য স উ ম আবদুস সামাদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ মুজাফফর আহমদ মুজাদ্দেদী, মাওলানা আবু সুফিয়ান খান আবেদি, আল্লামা মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ আশরাফী, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসা, ঢাকার নির্বাহী মহাসচিব ও উপাধ্যক্ষ আল্লামা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, যুগ্ম-মহাসচিব মুফতি মুফতি মাহমুদুল হাসান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আত বাংলাদেশ, ঢাকা মহানগর (উত্তর) এর সভাপতি ড. হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান এবং আল আমিন বারীয়া আদর্শ কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রামের সাংগঠনিক সচিব ও অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ ঈসমাইল নোমানী।

 আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আত বাংলাদেশ এর নেতৃবৃন্দ নবনিযুক্ত ধর্ম প্রতিমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এসময় তারা বলেন, ইসলাম ও দেশের স্বার্থে আমরা আপনার মাধ্যমে সরকারকে সাহায্য করতে চাই। আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সরকারকে সব রকমের সহযোগিতা করতে চাই।

#

 আনোয়ার/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৪

**রাষ্ট্রপতির সাথে যুক্তরাষ্ট্র ও ইথিওপিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাক্ষাৎ**

বঙ্গভবন (ঢাকা), ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে আজ বঙ্গভবনে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোঃ সহিদুল ইসলাম ও ইথিওপিয়ায় নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোঃ নজরুল ইসলাম সাক্ষাৎ করেন।

 রাষ্ট্রপতি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইথিওপিয়ার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। দু’দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। একক দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সবর্বৃহৎ গন্তব্যস্থল। তিনি বলেন, আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রে নতুন সরকার দায়িত্ব নেবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন সরকারের সময়ে দু’দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

 রাষ্ট্রপতি বলেন, ইথিওপিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বহু পুরানো ও সমৃদ্ধ। তিনি বলেন, ইথিওপিয়ার সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রপতি দু’দেশের সাথে বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্প্রসারণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের পরামর্শ দেন।

 রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্র ও ইথিওপিয়ায় নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের দায়িত্ব পালনে সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

 নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগণ দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা কামনা করেন।

 রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম শামিম উজ জামান, রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৩

**নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন প্রাপ্যতা নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মকভাবে কাজ করছে সরকার।

 টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি'র নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা ৬ দশমিক ১ এবং ৬ দশমিক ২ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ হবে বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

 মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের নিজ কক্ষ থেকে সকলের জন্য স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সরকারি উদ্যোগ আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এশীয় ও প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীদের সাথে ভার্চুয়াল সভায় যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র ৬ দশমিক ১ এবং ৬ দশমিক ২ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে দেশে ৯ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার প্রয়োজন। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট হতে এ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলার এবং বেসরকারি খাত হতে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন ডলারের সহায়তার বিষয়ে অঙ্গীকার পাওয়া গেছে। ওয়াটার, স্যানিটেশন খাতে সরকারের বাৎসরিক বরাদ্দ প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধিপূর্বক এই সেক্টরে বর্তমান বাজেট গ্যাপ অর্ধেকে নামিয়ে আনতে সরকার কাজ করছে বলে জানান মন্ত্রী।

 বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, হাত ধোয়া, পরিবেশ দূষণসহ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জীবনজীবিকা নির্বাহের বিষয়ে জনসচেতনতা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিকট সুপেয় পানি এবং স্যানিটেশন পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর।

 মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, মানুষের নিকট সুপেয় পানি পৌঁছে দিতে প্রত্যেক জেলায় টেস্টিং ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ লক্ষ্যে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। পৌর এলাকার পাশাপাশি গ্রাম অঞ্চলের পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে অনেক মেগা প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হচ্ছে। সরকার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূ-উপরিস্থ পানি বা সারফেস ওয়াটারের ব্যবহার প্রাধান্য দিচ্ছে বলেও জানান তিনি।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে আর্সেনিক দূষণ আক্রান্ত এলাকার প্রায় ২০ লাখ জনগণকে আর্সেনিক দূষণমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতায় এবং নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা ৫ শতাংশ বৃদ্ধি ও ৭৫ শতাংশ জনগণকে বেসিক স্যানিটেশন কভারেজ ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে।

 করোনা মহামারির মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ এবং নির্দেশনার বিষয় সম্পর্কে সভায় সকলকে অবহিত করে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি আগের মতোই স্থিতিশীল রয়েছে।

 সভায় আফগানিস্তান, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, লাওস, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার, পাকিস্তান, ভূটানসহ এশীয় অঞ্চল দেশের মন্ত্রী এবং উন্নয়ন সহযোগীর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

 উল্লেখ্য, সকলের জন্য স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে এশীয় ও প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মন্ত্রী ও অর্থ মন্ত্রীগণের অংশগ্রহণে প্রতি দুই বছর পর পর বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কোভিড-১৯ এর কারণে এ বছর ওয়াশিংটনে একত্রিত হতে না পারলেও স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার ফর অল (SWA) এর আয়োজনে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়।

#

হায়দার/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১২

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৩তম বর্ষপূর্তি

**সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর পারস্পরিক সহনশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত পার্বত্য শান্তি চুক্তি**

 **-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, শান্তি চুক্তির পর এ অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। পার্বত্যবাসীর উন্নয়নে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিভিন্ন সরকারি-আধাসরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রভৃতি। স্থাপিত হয়েছে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বোর্ডের কার্যক্রম আরো গতিশীল ও সুসংহত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ প্রণয়ন করেছে। বিভিন্ন খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। এতে একদিকে মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ছে অন্যদিকে জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর পারস্পরিক সহনশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

 মন্ত্রী আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৩তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ সনেই বঙ্গবন্ধু একটি আলাদা বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সনের ১২ ফেব্রুয়ারী রাঙ্গামাটির বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু “জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার অবশ্যই রক্ষা করা হবে” মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই অঞ্চলের উন্নয়নে নানা কর্মসূচির ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুই প্রথমবারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মেডিক্যাল ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোটায় ভর্তির সুযোগ করে দেন।

 তিনি আরো বলেন, পার্বত্য এলাকার যেসব এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না সেসব এলাকায় ১০ হাজার ৮৯০টি পরিবারের মধ্যে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। আরো ৪২,৫০০ টি পরিবারের মাঝে হোম সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৪ হাজার পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে এ অঞ্চলের নারী ও শিশুদের মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা ও শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে পার্বত্য চট্রগ্রামে অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য। সে লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় অনগ্রসর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সময় তিনি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য বাসন্তী চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, কৃষি সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, তথ্য কমিশনের সচিব সুদত্ত চাকমাসহ মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

 এর আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মন্ত্রী।

#

নাছির/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ প্রতিযোগিতায় বিপুল সাড়া

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ১০০ দিনব্যাপী অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’এর প্রথম দিনে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। প্রথম দিনেই নিবন্ধন করেছেন ৩ লক্ষাধিক প্রতিযোগী। তাদের মধ্যে প্রথম দিনের কুইজে অংশগ্রহণ করেছেন ৩৯ হাজার ৬৮৮ জন প্রতিযোগী। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হতে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী হয়েছেন ১০০ জন।

 জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার এ আয়োজনে সহায়তা প্রদান করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিশ^বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। প্রতিযোগিতার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার তথ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। প্রতিযোগিতায় priyo.com নামক প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন সহযোগী হিসাবে কাজ করছে।

 ১ ডিসেম্বর ২০২০ হতে শুরু হওয়া এ প্রতিযোগিতা চলবে ১০ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত। সবার জন্য উন্মুক্ত এই কুইজে অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিয়মাবলি জানতে এবং নিবন্ধন করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট https://mujib100.gov.bd অথবা https://quiz.priyo.com ব্যবহার করতে হবে।

 প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য প্রতিদিনই রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। প্রতিদিন সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে ১০০ জন বিজয়ীর সকলে পাবেন ১০০ জিবি করে মোবাইল ডাটা ও টেলিটক সিম এবং তাদের মধ্যে প্রথম ৫ জন পাবেন স্মার্টফোন। এছাড়া পুরো প্রতিযোগিতায় গ্রান্ড প্রাইজ হিসেবে থাকবে মোট ১০০টি ল্যাপটপ।

 আজকের কুইজ : শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ লুৎফর রহমান তাঁর বড় চাচা শেখ আবদুল মজিদের ছোট মেয়ে সায়েরা খাতুনকে বিয়ে করেছিলেন। শেখ মুজিবের দাদা ও নানার ঘর ছিল পাশাপাশি। শিশুকালে বাবার কাছেই তাঁর লেখাপড়া শুরু। বাবার কাছেই ঘুমাতেন। তাঁর গলা ধরে রাতে না ঘুমালে ঘুম আসত না। শেখ মুজিব ছিলেন বংশের বড় ছেলে, তাই তিনিই সমস্ত আদর পেতেন। ‘শেখ মুজিবুর রহমান’ নামটি কে রাখেন?

#

মোহসিন/ফারহানা/খালিদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১০

তথ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত

**আঙ্কারায় স্থাপিত হবে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

 তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপিত হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত মুস্তফা ওসমান তুরান।

 আজ সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদের সাথে সাক্ষাৎ শেষে তুর্কি রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদেরকে আরো জানান, একইসাথে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতেও আধুনিক তুরস্কের পিতা কামাল আতাতুর্কের ভাস্কর্য স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব খাজা মিয়া ও মন্ত্রীর দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 তুর্কি রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠকের পর তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ সাংবাদিকদেরকে বলেন, ‘বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির অনেক মিল রয়েছে। আপনারা জানেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং কোভিড পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে তিনি আসবেন বলে সম্মতিও দিয়েছেন। এছাড়া, তুরস্কের টেলিভিশন টিআরটি’র ইংরেজি চ্যানেলে মুজিববর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠান সম্প্রচার এবং আগামী বছর আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দু’দেশের মধ্যে সাংবাদিক প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিনিময় নিয়েও আলোচনা হয়েছে।’

 আঙ্কারায় বঙ্গবন্ধু ও ঢাকায় কামাল আতাতুর্কের ভাস্কর্য স্থাপনের পাশাপাশি তুরস্কের বাণিজ্যিক রাজধানী ইস্তাম্বুলে এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য নগরী চট্টগ্রামেও অনুরূপ কিছু করা যায় কি না সেটি নিয়েও আলোচনা হয়েছে, জানান ড. হাছান।

 তুরস্কের রাষ্ট্রদূত তুরান বলেন, ‘বন্ধুত্বপূর্ণ দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করি আমরা মুজিববর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেব। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রতীক আর কামাল আতাতুর্ক হচ্ছেন তুরস্কের প্রতীক। এই দুই নেতার ভাস্কর্য দুই দেশে স্থাপন করবো এ ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আঙ্কারায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এবং ঢাকার কামাল আতাতুর্ক এভিনিউয়ে কামাল আতাতুর্কের ভাস্কর্য স্থাপিত হবে। শিগগিরই এই কাজ শুরু হবে।’

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৯

বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজামান বীর প্রতীকের মৃত্যুতে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর শোক

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

 বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজামান মজুমদার বীর প্রতীকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজামান বীর প্রতীক মহান মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযানে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তার মৃত্যুতে দেশ মুক্তিযুদ্ধের এক বীর সেনানীকে হারিয়েছে আর আইসিটি শিল্প হারিয়েছে একজন প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তাকে।

 মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

শেফায়েত/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৮

বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানচর্চায় নতুন প্রজন্মকে আত্মনিয়োগ করতে হবে

 -- খাদ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

 খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বিজ্ঞান বর্তমান বিশ্বকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিজ্ঞান একটি সমাজ, দেশ তথা বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ। শিক্ষার্থীদেরকে মেধাবী করে গড়ে তুলতে হবে। নতুন প্রজন্ম মেধাশূন্য হলে দেশ মেধাশূন্য হয়ে যাবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞানভিত্তিক মেধাবী প্রজন্ম প্রয়োজন, বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে নতুন প্রজন্মকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

 আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে ‘৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ’ উপলক্ষে আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় ঢাকা থেকে জুম অ্যাপের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই একজন পরীক্ষার্থী তার ফলাফল জেনে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তবতা। দেশ ডিজিটালাইজড হয়েছিল বলেই করোনা মহামারিকে মোকাবিলা করা অনেক সহজ হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণ ঘরে বসেই প্রতিটা সেক্টর থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তরেও প্রায় সকল কাজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে হচ্ছে।

 নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জয়া মারিয়া পেরেরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাদিরা বেগম এবং নিয়ামতপুর উপজেলার স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা।

#

সুমন মেহেদী/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৭

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ হাজার ৯৭২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ১৯৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৬৯ হাজার ৪২৩ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮জন-সহ এ পর্যন্ত ৬ হাজার ৭১৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ৮৫ হাজার ৭৮৬ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৬

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি**

**কর্মসূচি প্রণয়ন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর):

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী ১৭ই মার্চ-২৬শে মার্চ, ২০২১; পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির এক সভা গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

 সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সভার সঞ্চালক এবং কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এ অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের প্রস্তাবিত কর্মসূচির বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

 ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার আলোকে আগামী ১৭ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। সে অনুসারে প্রণীত খসড়া কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণ প্রস্তাবিত কর্মসূচির ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সমন্বিত কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে বলে জানানো হয়।

 জুম অনলাইন প্লাটফর্মে আয়োজিত এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নুর, শিক্ষা মন্ত্রী ডা: দীপু মনি, পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, আরমা দত্ত, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ, পুলিশ মহাপরিদর্শক ড. বেনজীর আহমেদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন, তথ্য সচিব খাজা মিয়া, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন অর রশীদ, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী, চ্যানেল আই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান, মনজুরুল আহসান বুলবুল, সুভাষ সিংহ রায়, অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো) এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোজাম্মেল বাবু এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন অংশগ্রহণ করেন।

#

মোহসিন/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৬০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৫

**ড. মোমেনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর):

 চীনের স্টেট কাউন্সিলর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াং ই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

 বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে লেখা এক বার্তায় চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী উল্লেখ করেন, ড. মোমেনের দ্রুত আরোগ্য লাভের প্রয়োজনে যে কোন ধরনের সহযোগিতা দিতে চীন সবসময় প্রস্তুত রয়েছে। ওয়াং ই বলেন, প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সকলের জন্য এটি একটি কঠিন সময়। এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং একে অপরকে সহযোগিতা করা অপরিহার্য।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৫১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৪

**ড. মোমেনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর):

 ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

  বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে লেখা এক বার্তায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, ড. মোমেন দ্রুত আরোগ্য লাভ করে তাঁর দাপ্তরিক দায়িত্ব পুনরায় শুরু করবেন।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৫১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৩

**ভাস্কর্য নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা বন্ধ করে ক্ষমা না চাইলে জনগণ দাঁতভাঙা জবাব দেবে**

 **- আ ক ম মোজাম্মেল হক**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর):

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, পৃথিবীর সকল মুসলিমপ্রধান দেশে ভাস্কর্য আছে। বাংলাদেশেও অনেক আগে থেকেই বহু ভাস্কর্য আছে। সেসব ভাস্কর্য নিয়ে কখনও কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতার ভাস্কর্যের বিরোধিতার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা বন্ধ করে ক্ষমা না চাইলে জনগণ দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

 আজ রাজধানীর প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত প্রয়াত নাট্যজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী যাকের ও জাতীয় দলের কৃতি ফুটবলার বাদল রায়ের স্মরণে আয়োজিত শোকসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, যারা '৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪ ও '৭০ এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতিসত্তা ও বাঙালির ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল, তাদের উত্তরসূরিরাই আজ ধর্মের অপব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে অপব্যাখ্যা দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের বিরোধিতা স্বাধীনতাবিরোধীদের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের অংশ।

 তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু, সংবিধান এবং স্বাধীনতার চেতনায় আঘাত আসলে বীর মুক্তিযোদ্ধারা বসে থাকবে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বীর মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিয়েছে, কিন্তু  ট্রেনিং জমা দেয় নি।

 বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী যাকের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে  ইংরেজি সংবাদ পাঠ করতেন এবং বাদল রায় খেলাধূলার পাশাপাশি স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলেন বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তাঁরা দুজনেই নিজ অঙ্গনে কিংবদন্তি। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে  ।

 বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর লায়ন চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে শোকসভায় অন্যান্যদের মধ্যে সংগীত শিল্পী এস ডি রুবেল, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল বাহার মজুমদার টিপু, আওয়ামী লীগ নেতা এম এ করিম, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুন সরকার রানা, বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের সভাপতি লায়ন গনি মিয়া বাবুল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

মারুফ/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৪২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০২

**আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৯তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৯তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০২০ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

 ২৯তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে ‘কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করি, নতুনভাবে টেকসই বিশ্ব গড়ি’ (Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world), যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

 সরকার ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩; নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩; বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করেছে। এ সকল আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৌলিক চাহিদাপূরণ, ক্ষমতায়ন এবং দেশের অন্যান্য জনগণের ন্যায় সমঅধিকার নিশ্চিতকরণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। ফলে এদেশের প্রতিবন্ধী জনগণ উপযুক্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান/স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

 প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদাপূরণে এবং তাঁদের অধিকার রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে আন্তরিক হতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আমাদের সমাজেরই অংশ। উপযুক্ত সেবা, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ পেলে তারাও সামাজের বিভিন্নক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম। দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মেধা ও সৃজনশীলতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে।

 কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিরোধে সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আমাদের দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্তের হার তুলনামূলকভাবে কম। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মাস্ক পরিধান, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

 আমি ২৯তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

  জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/শাহ আলম/জসীম/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০১

**অভিবাসীদের অধিকার, কল্যাণ ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা**

 **-রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা**

নিউইয়র্ক, ২ ডিসেম্বর :

 অভিবাসীগণের অধিকার, কল্যাণ ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। তাদের বিরুদ্ধে ‘ভীতিউদ্রেকী অপপ্রচার’, ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য যেভাবে বেড়ে চলেছে তা মোকাবিলায় বৈশ্বিক সংহতি গড়ে তোলা অপরিহার্য।

 গতকাল ‘নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক ও নিয়মিত অভিবাসনের বৈশ্বিক কম্প্যাক্ট’ এর ওপর জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রথম দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রদত্ত প্যানেল বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

 বৈশ্বিক অভিবাসন কম্প্যাক্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা ও নিবিড় অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সে প্রতিশ্রুতির পূনর্ব্যক্ত করেন। স্থায়ী প্রতিনিধি আরো বলেন, সুদৃঢ় এই প্রতিশ্রুতির কারণেই কম্প্যাক্টটি বাস্তবায়নে জাতিসংঘের অভিবাসন সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক পরিচালিত ‘চ্যাম্পিয়নস্ ইনিশিয়েটিভ’-এ যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ।

 কোভিড-১৯ মহামারিতে চাকুরি হারানো, বেতন কর্তন ও সামাজিক সুরক্ষা অভাবের ফলে অভিবাসীগণ যে সকল ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে তাতে আলোকপাত করেন তিনি। চলমান এসকল সংকট মোকাবিলায় মহাসচিব তাঁর রিপোর্টে বাস্তবভিত্তিক যে সুপারিশমালা তুলে ধরেছেন তার প্রশংসা করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। করোনা মহামারির শুরুতেই বাংলাদেশের সহ-নেতৃত্বে আনীত ‘অভিবাসীদের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব’ শীর্ষক যৌথ ইস্তেহারের বিষয়টি রিপোর্টে উল্লেখ করার জন্য মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানান তিনি। উল্লেখ্য ইস্তেহারটি ১০৩টি দেশের সমর্থন লাভ করে।

 জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীজনদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থেকে সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে ‘ব্যাপকভিত্তিক ৩৬০ ডিগ্রী দৃষ্টিভঙ্গি’-কে সমর্থন জানিয়ে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার পরিচালনা পদ্ধতির উন্নয়নে আরো বৈশ্বিক সহযোগিতার ওপর জোর দেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। অভিবাসনের উন্নয়ন সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগানোর আহ্বানও জানান তিনি। এজেন্ডা ২০৩০ এর সাথে অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করার জন্য জাতীয় সরকারসমূহ যে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে তা এগিয়ে নিতে জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে তিনি অনুরোধ জানান। অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতায়ন, পুনঃদক্ষতায়ন ও উন্নত-দক্ষতায়নের জন্য আরো বেশি বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব এবং কোভিড পরবর্তী চাকুরি বাজারে ‘নতুন স্বাভাবিক’ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে তাদের প্রয়োজনীয় তহবিল সহায়তা প্রদানের ওপর জোর দেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

 অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ মহাসচিব ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার মহাপরিচালক। এরপর অনুষ্ঠিত হয় উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনা। ইভেন্টটিতে পতুর্গাল, গিনি বিসাও ও এলসালভেদর এর পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং কানাডা, মেক্সিকো, মরক্কো, ঘানা ও নেপাল এর স্থায়ী প্রতিনিধিসহ জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

#

অনসূয়া/শাহ আলম/জসীম/শামীম/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০০

**আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ ডিসেম্বর ২৯তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ২৯তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০২০ পালন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এদেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাঁদের পরিবার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জীবনমান উন্নয়নে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য ‘কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করি, নতুনভাবে টেকসই বিশ্ব গড়ি’ (Building Back Better: toward a disability- inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world) অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথোপযুক্ত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করেছেন। সে লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের চারমেয়াদের শাসনামলে এদেশের প্রতিবন্ধী জনগণের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন আইন/বিধি/নীতিমালা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩; নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন, ২০১৩; বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৯; প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৯ প্রণয়ন অন্যতম।

প্রতিবন্ধীরা জাতির বোঝা নয়, সম্পদ। সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নানাবিধ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধশীল জাতি বিনির্মাণে সরকার বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ, ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, প্রতিবন্ধীবান্ধব গণস্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহুবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে।

প্রতিবন্ধী মানুষের সার্বিক উন্নয়নে আমি সরকারের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের জনগণ, সংশ্লিষ্ট সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সকল আর্থসামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে। সকলের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হবো-ইনশাআল্লাহ।

আমি ২৯তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/শাহ আলম/জসীম/শামীম/২০২০/১২০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৯৯

**দেশব্যাপী হাম-রুবেলা টিকাদান কর্মসূচি ৫ ডিসেম্বর শুরু**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

 হাম নির্মূল ও রুবেলা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকার ৯ মাস থেকে ১০ বছরের নিচের সকল শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা প্রদানের উদ্দেশ্যে আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ১৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ৬ সপ্তাহব্যাপী ‘হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২০’ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

 উক্ত ক্যাম্পেইন চলাকালে সারাদেশে প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা প্রদান করা হবে। চলমান কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি বিবেচনা করে দেশে বিদ্যমান শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরিধান করা, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার পালন ও সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধোয়া ইত্যাদি স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক নিয়মাবলী যথাযথ প্রতিপালনসাপেক্ষে ক্যাম্পেইনটি পরিচালিত হবে।

 উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) ১৯৭৯ সাল থেকে শিশুদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগজনিত মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সারাদেশে টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। ইপিআই-এর অন্যান্য লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ২০২২ সাল নাগাদ জাতীয় পর্যায়ে হাম-রুবেলা টিকার কভারেজ শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীতকরণ এবং ২০২৩ সাল নাগাদ হাম-রুবেলা দূরীকরণ অন্যতম। হাম-রুবেলা রোগ ও এর জটিলতা থেকে রক্ষা পাবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো সঠিক সময়ে শিশুকে হাম-রুবেলা (এমআর) টিকা প্রদান করা। নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে শিশুদের ৯ মাস ও ১৫ মাস বয়সে মোট ২ ডোজ এমআর টিকা প্রদান করা হয়ে থাকে।

#

অনসূয়া/শাহ আলম/জসীম/আসমা/২০২০/১০০০ ঘণ্টা